

ইন্টেরিয়র ডিজাইন বা অন্দরের নকশা পরিবর্তনের সুপ্রভাব

“আরে, আমার ওপর রাগ করবেন না। এর জন্য মূলত দায়ী আমার ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল ও কর্মীবৃন্দ, সেই সাথে স্থপতি এবং ইন্টেরিয়র ডিজাইনাররা। বড়জোর আপনারা আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনতে পারেন যে, আসনসংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমি তাঁদের সাথে সহমত ছিলাম,”— আইএমপি (IMP)-এর ডিরেক্টর ডঃ তুষার প্যাটেল আইএমপি (IMP)-এর সমপর্যায়ের অন্য পাঁচটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানদের এই কথাগুলো বললেন। ওই পাঁচজনের মধ্যে একজন আইএমপি-র ‘পিজিপি’ (স্নাতকোত্তর কর্মসূচি)-তে ওবিসি (অন্যান্য অনগ্রসর জাতি - OBC) কোটার অধীনে প্রয়োজনীয় আসনবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রার ৮০ শতাংশই প্রথম বছরেই পূরণ করে ফেলার বিষয়টি নিয়ে কিছুটা ক্ষুব্ধ ছিলেন। আইএমপি ছিল সেই ছয়টি ম্যানেজমেন্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অন্যতম, যাদের ২০০৭ সালের জুলাই মাসের আসনসংখ্যার তুলনায় মোট আসনসংখ্যা ৫৪ শতাংশ বৃদ্ধি করার জন্য তিন বছরের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। আইএমপি তাদের জন্য নির্ধারিত ৯৭টি আসনের মধ্যে ৮০ শতাংশই প্রথম বছরেই বৃদ্ধি করে ফেলেছিল (যা আগের পরিকল্পনা করা ১৫টি আসন বা ১২ শতাংশের তুলনায় অনেক বেশি ছিল); অথচ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো আসনসংখ্যা বৃদ্ধি করেছিল মাত্র ১২ থেকে ১৫ শতাংশ, এবং তাদের অবশিষ্ট আসনগুলো পরবর্তী দুই বছরের মধ্যে বাড়াতে বলা হয়েছিল।

ডঃ প্যাটেল বললেন, “গত মার্চ মাসে শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টি নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে ফ্যাকাল্টি কাউন্সিলের একটি সভা ডাকা হয়েছিল। এ ধরনের সভায় উপস্থিত থাকার ব্যাপারে আমি বেশ অনিচ্ছুকই ছিলাম; কিন্তু কয়েকজন প্রবীণ সদস্যের অনুরোধে শেষমেশ আমি সেখানে যাই। তবে, আমি তাঁদের কাছে দুটি বিষয় স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছিলাম। প্রথমত, ন্যূনতম ৩টি কোর্সের পড়ানো ছাড়াও আরও সর্বোচ্চ ২টি PGP কোর্স পড়ানোর জন্য সম্মানী, যা ‘অ্যাডজাস্ট ফ্যাকাল্টি’ বা অতিথি অধ্যাপকদের দেওয়া বেতনের সমান হারে ঠিক করা হয়েছিল, ‘বোর্ড অফ গভর্নরস’-এর এই সিদ্ধান্ত কেবল তখনই কার্যকর হবে, যদি PGP কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা বাড়ানো হয়। অতিরিক্ত সম্মানী প্রদানের বিষয়টি আমিই বোর্ডের অনুমোদনের জন্য উত্থাপন করেছিলাম; কারণ, OBC কোটার কারণে PGP কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে যে বাড়তি শিক্ষণ-ভার বা ‘টিচিং লোড’ তৈরি হবে, তা সামাল দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত অধ্যাপক-অধ্যাপিকদের তীব্র সংকট ছিল। দ্বিতীয়ত, বাড়তি সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আমার অন্তত ৩ থেকে ৪ মাস সময়ের প্রয়োজন ছিল।” তিনি আরও যোগ করলেন, “সভার শেষে ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল ৬০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে গঠিত আরও একটি নতুন ‘সেকশন’ বা বিভাগ চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়। পরবর্তী বোর্ড সভায় আমরা সেই সিদ্ধান্তের অনুমোদনও করিয়ে নিই।”

তবে এর পরে কিছু কৌতূহলজনক ঘটনা হয়। প্রথমত, গত ৯ই এপ্রিল ভারতের সুপ্রিম কোর্ট OBC কোটা সংক্রান্ত বিষয়টি অনুমোদন করে। কিন্তু কলকাতা হাইকোর্ট এর বাস্তবায়নের ওপর স্বগিতাদেশ জারি করে। ডিরেক্টরগণ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন এবং সিদ্ধান্ত নেন যে যেহেতু অন্যান্য প্রার্থীদের ভর্তির প্রক্রিয়া দেরি হচ্ছিল, তাই প্রতিষ্ঠানগুলো গত বছরের (অর্থাৎ, OBC কোটা প্রবর্তনের আগের বছরের) মতোই ভর্তির প্রস্তাব পাঠাতে পারে।

কপিরাইট © ২০০৯ রুচি শ্রীবাস্তব এবং কৃষ্ণ কুমার

এই কেস-উপাদানটি প্রশাসনিক পরিস্থিতিগুলোর সঠিক বা ভুল পরিচালনা তুলে ধরার জন্য নয়, বরং শ্রেণিকক্ষে আলোচনার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন তথ্য বদলানো বা পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

"আমাদের ভর্তি কমিটির চেয়ারম্যান সেই অনুযায়ী সাধারণ বিভাগের ৭০০ জন প্রার্থীর কাছে এবং একইভাবে তপশিলি জাতি (SC) ও তপশিলি উপজাতি (ST) শিক্ষার্থীদের কাছে ভর্তির প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু, গত বছরের ১৪০টি ভর্তির সম্মতিপত্র (acceptances) পরিবর্তে, এবার সাধারণ বিভাগের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ১৯০টি সম্মতিপত্র পাওয়া গিয়েছিল। ডঃ প্যাটেল বললেন, "এর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব ছিল ২০০৮ সালের সমাবর্তন ব্যাচের শিক্ষার্থীদের চমৎকার কর্মসংস্থান বা 'জব প্লেসমেন্ট।" সেখানে ৩ জন ডক্টরাল শিক্ষার্থী এবং ২ জন PGP 'রিপিট' (পুনরায় আবেদনকারী) প্রার্থী ছিলেন। সব মিলিয়ে, তপশিলি জাতি ও উপজাতি বিভাগের আসনগুলোসহ মোট ২৩৫টি আসন নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। কোনো সম্মতিপত্রই প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব ছিল না। ২০০৮ সালের মে মাসের শেষের দিকে, কলকাতা হাইকোর্টেও ভর্তির উপর স্থগিতাদেশ (stay order) তুলে নেয়। আমরা এখন এক অদ্ভুত পরিস্থিতির মুখে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। ৬০টি আসন বাড়ানোর পরেও, OBC প্রার্থীদের জন্য মাত্র ৫টি আসন অবশিষ্ট ছিল। "আমরা বুঝলাম, কেউই বিষয়টিকে হালকাভাবে নেবে না। OBC কোটার নামে একটি সম্পূর্ণ নতুন বিভাগ (section) চালু করা হলো, অথচ সেখানে কেবল মাত্র ৫ জন OBC প্রার্থী ভর্তি হলো?" তিনি বললেন।

তাই এই সমস্যাটি সমাধানের লক্ষ্যে অধ্যাপক পরিষদের একটি জরুরি সভা ডাকা হলো। সভার সদস্যরা শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা, প্রতিটি বিভাগের আকার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলেন এবং শ্রেণিকক্ষগুলোর প্রতিটি আসন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে গুণে দেখলেন; আলোচনার শেষে সিদ্ধান্ত হলো যে, ওবিসি (OBC) প্রার্থীদের জন্য আরও ২৮টি আসন বরাদ্দ করা হবে, যার ফলে ওবিসি প্রার্থীদের জন্য মোট আসনের সংখ্যা বেড়ে ৩৩-এ দাঁড়াবে। একই সাথে পরিচালনা পর্ষদেরও একটি জরুরি সভা ডাকা হলো এবং সেখানে মোট ২৬৮টি আসন অনুমোদন করা হলো। এভাবে সব মিলিয়ে মোট ৮৮টি আসন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

কোনো অজানা কারণে, পর্ষদের অনুমোদন লাভের পরেই অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো তাদের অপেক্ষমাণ তালিকা (waiting list) থেকে শিক্ষার্থীদের ভর্তির প্রস্তাব পাঠাতে শুরু করল। এর ফলে প্রায় ৪৮ জন সাধারণ বিভাগের প্রার্থী IMP-তে তাদের ভর্তি বাতিল করে ওই প্রতিষ্ঠানগুলোতে চলে গেলেন। এই অবস্থায় IMP কর্তৃপক্ষকে ওবিসি কোটার অপেক্ষমাণ তালিকার (waiting list) সম্পূর্ণটাই ব্যবহার করতে হলো। বস্তুত, তারা ৭০ জন ওবিসি প্রার্থীকে ভর্তি করে নিল, আর এভাবেই প্রথম বর্ষেই ওবিসিদের জন্য নির্ধারিত ২৭ শতাংশ সংরক্ষণের প্রায় সম্পূর্ণ অংশটি পূরণ হয়ে গেল। মোট আসনের সংখ্যা ৮৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়ায়, আশা করা হয়েছিল যে IMP শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রায় সমপরিমাণ অর্থাৎ ৮৫ শতাংশ অতিরিক্ত অনুদান পাবে। অথচ অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো তাদের আসন বৃদ্ধির আনুপাতিক হার অনুযায়ী, অর্থাৎ প্রায় ৬ থেকে ১০ শতাংশ হারে অনুদান পেয়েছিল।

“ওটা করার জন্য নিশ্চয়ই আপনি কোনো জাদুর কার্টি ব্যবহার করেছেন,” একজন রসিকতা করে বললেন। “আপনারা যখন দাবি করেন যে আপনাদের প্রতিষ্ঠানের নানাবিধ সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণের জন্য আরও বেশি সময়, পরিশ্রম ও টাকার প্রয়োজন, তখন ভর্তির সংখ্যায় প্রয়োজনীয় বৃদ্ধির ৮৫ শতাংশই আপনারা কীভাবে পূরণ করলেন?”

“কোনো জাদুর কার্টি নয়, বরং ম্যানেজমেন্ট কৌশলের কার্টিই এর পেছনে কাজ করেছে। সামান্য দূরদৃষ্টি, কিছু উদ্ভাবনী চিন্তা, সমাজের প্রতি সামান্য দায়বদ্ধতা এবং সামান্য ভাগ্য, এইসব মিলিয়েই এই অসাধ্য সাধন হয়েছে,” ডঃ প্যাটেল মৃদু হেসে মনে মনে বললেন।

কেস লেখকের একটি প্রশ্নের জবাবে ডঃ প্যাটেল বললেন, “আমি যখন এখানে আসি, তখন মন্ত্রণালয় থেকে আসা চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ২০০২ সালের ৬০ জন শিক্ষার্থী (১টি সেকশন) থেকে ২০০৩ সালে ১২০ জনে (২টি সেকশন) বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, দ্বিতীয় সেকশনের জন্য প্রয়োজনীয় ‘দ্বিতীয় ধাপের’ নির্মাণকাজটি অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছিল। ১২০ জন শিক্ষার্থীর জন্য প্রয়োজনীয় দ্বিতীয় শ্রেণিকক্ষ কমপ্লেক্সের (CRC II) নির্মাণকাজ তখনো মাত্র অর্ধেকটা পুরো হয়েছিল। সেখানে বিবাহিত শিক্ষার্থীদের জন্য একটি ছাত্রাবাস ছিল; কিন্তু যেহেতু তখন কোনো বিবাহিত শিক্ষার্থী ছিল না, তাই মাঝেমধ্যে পরিদর্শক অধ্যাপকদের থাকার জন্য সেই ছাত্রাবাসটির কিছু ঘর ব্যবহার করা হতো। অবশ্য অধিকাংশ পরিদর্শক অধ্যাপকেরা হোটেলে থাকতেন। সেই সময়ে একটি গেস্ট হাউস এবং বিবাহিত শিক্ষার্থীদের জন্য আরেকটি নতুন ছাত্রাবাস নির্মাণের কাজ চলছিল। ইনস্টিটিউটটি পুরোপুরি সরকারের ওপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু মন্ত্রণালয় এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে এক ধরনের অচলাবস্থা শুরু হওয়ায় প্রয়োজনীয় টাকা আসছিল না। আমি স্থপতিদের অনুরোধ জানালাম, তাঁরা যেন CRC II-এর নকশায় থাকা ৩৬ আসনবিশিষ্ট শ্রেণিকক্ষগুলোকে ৬০ আসনবিশিষ্ট এবং ৬০ আসনবিশিষ্ট শ্রেণিকক্ষগুলোকে ৮০-৯০ আসনবিশিষ্ট কক্ষে রূপান্তরিত করেন। তাঁরা নতুন করে কাজ করলেন এবং ৬০ ও ৮০ আসনবিশিষ্ট কক্ষের একটি পরিকল্পনা পেশ করলেন। এই পদক্ষেপটি আমাদের কাজ দ্রুত এগিয়ে নিতে সহায়তা করেছিল এবং এর ফলে ২০০৫ সালে, যখন ১২০ জনের প্রথম ব্যাচটি শিক্ষা শেষ করে বেরিয়ে যাচ্ছিল, আমরা আমাদের PGP (স্নাতকোত্তর) প্রোগ্রামে শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা বাড়িয়ে ১৮০-তে বাড়াতে পেরেছিলাম।”

২০০৪ সালের মার্চ মাসে ১২০ জন শিক্ষার্থীর স্থান সংকুলানের লক্ষ্যে সাময়িক শ্রেণিকক্ষের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল, তা সাশ্রয় করা সম্ভব হয়েছিল কারণ ২০০৪ সালের জুলাই মাসের মধ্যেই ‘CRC II’-এর নির্মাণকাজ তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণ করা হয়েছিল, যদিও এই কাজ ২০০৫ সালের জানুয়ারি নাগাদ শেষ হওয়ার আশা করা হয়েছিল। যেহেতু ‘CRC I’-এ ইতিমধ্যেই ৬০ আসনবিশিষ্ট দুটি এবং ৩৬ আসনবিশিষ্ট দুটি ক্লাসঘর আগেই ছিল, তাই ১২০ জন শিক্ষার্থীর ব্যাচের জন্য প্রাথমিকভাবে পরিকল্পিত ৪টি ক্লাসঘরের পরিবর্তে ৬০ বা তার বেশি আসনবিশিষ্ট ক্লাসঘরের মোট সংখ্যা বেড়ে ৬টিতে দাঁড়ায়। এই ক্লাসঘরগুলির মধ্যে দুটি ক্লাসঘরে ৮০ জন শিক্ষার্থীকে জায়গা দেওয়া সম্ভব ছিল। প্রথম বর্ষের ২৮০ জন শিক্ষার্থীর স্থান সংকুলানের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি অত্যন্ত সহায়ক প্রমাণিত হয় (২×৮০ + ২×৬০); অন্যদিকে দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য ৬০ আসনবিশিষ্ট দুটি এবং ৩৬ আসনবিশিষ্ট দুটি ক্লাসঘর ব্যবহারের সুযোগ ছিল। বিকালের দিকে প্রায় সবকটি ক্লাসঘরই দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীরা ব্যবহার করতে পারতো। বাইরে থেকে আসা বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের সংখ্যা ছিল বেশ উল্লেখযোগ্য। তাঁদের নিয়ে বিমানগুলি কেবল বিকালেই এখানে এসে পৌঁছাত। এই অবস্থায়, দ্বিতীয় বর্ষের ঐচ্ছিক বিষয়গুলি

(elective courses) পড়ার জন্য ক্লাসঘরগুলো পাওয়া বাইরে থেকে আগত বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের বকালে আইএমপি (IMP)-তে আসার সময়ের সাথে চমৎকারভাবে খাপ খেয়ে গিয়েছিল। এর ফলে এমন একটি বিরতকর পরিস্থিতি এড়ানো সম্ভব হয়েছিল, যা উপরে উল্লেখ করা ওবিসি (OBC) কোটার শিক্ষার্থীদের জন্য যথেষ্ট আসনের অভাব দেখা দিলে সৃষ্টি হতে পারত।

২০০৪ সালে দ্বিতীয় বর্ষের ১২০ জন শিক্ষার্থীর জন্য সাময়িক ও অস্থায়ী আবাসনের ব্যবস্থা করতে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল, তা দিয়ে বিবাহিত শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত দুটি ছাত্রাবাস এবং অতিথি ভবনটি সুসজ্জিত করা হয়। এ কাজের জন্য দু'জন অভ্যন্তরীণ নকশাকার বা ইন্টেরিয়র ডিজাইনার নিয়োগ করা হয়েছিল একজন ছিল অতিথি ভবনের জন্য এবং অন্যজনকে বিবাহিত শিক্ষার্থীদের দুটি ছাত্রাবাসকে দুটি অতিরিক্ত অতিথি ভবনে রূপান্তরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা ওই ছাত্রাবাস দুটিকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে, দু'জন করে থাকার (double occupancy) দুটি অতিথি ভবনে রূপান্তরিত করেন; ফলে সবকটি অতিথি ভবন মিলিয়ে মোট ৪৮টি শয্যার ব্যবস্থা হয়। নকশাটি এতটাই চিত্তাকর্ষক হয়েছিল যে, কেবল স্বল্প-ব্যয়ে পরিচালিত 'অধ্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচির' (Faculty Development Programmes) অধ্যাপক-অধ্যাপিকরাই এটা পছন্দ করেননি, বরং চাকরির সাফাংকারের জন্য আসা দর্শনার্থীরাও শহরের কোনো হোটেলে থাকার পরিবর্তে এই অতিথি ভবনগুলোতেই থাকতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন।

“যখন আমরা শিক্ষার্থীর ভর্তির সংখ্যা বাড়িয়ে ১৮০-তে নিলাম, তখন আমাদের আরও দু'টি ছাত্রাবাসের দরকার দেখা দিল। আমরা পরিকল্পনা করলাম যে, একটি ছাত্রাবাস হবে ৬০টি একা-থাকার (single occupancy) ঘর নিয়ে এবং অন্যটি হবে ৪২টি দু'জন করে থাকার (double occupancy) ঘর নিয়ে। এইগুলির আকার হবে কিছুটা বড় এবং প্রতিটিতেই থাকবে সংযুক্ত শৌচাগার, যে ঘরগুলিতে দু'জন থাকতে পারে। এটি ছিল একটি পরীক্ষামূলক পদক্ষেপ। আমরা লক্ষ্য করেছিলাম যে, PGP শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত সবকটি ছাত্রাবাস বছরে মাত্র নয় মাস ব্যবহৃত হতো এবং বাকি তিন মাস খালি পড়ে থাকত। তাই আমরা ওই ৪২-কক্ষবিশিষ্ট ছাত্রাবাসটিকে অতিথি ভবনগুলোর আদলে সুসজ্জিত করার কথা ভাবলাম, যাতে গ্রীষ্মকালে স্বল্প-ব্যয়ে 'অধ্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচির' (Faculty Development Programmes) কাজেও সেগুলোকে ব্যবহার করা যায়। ছাত্রাবাসটির অভ্যন্তরীণ সজ্জা এতটাই চমৎকার হয়েছিল যে, পরিচালনা পর্ষদ পরবর্তী দুটি ছাত্রাবাসকেও (যাদের ঘরসংখ্যা যথাক্রমে ৬৪ ও ৪৮) ঠিক একই আদলে নকশা করার প্রস্তাবে সন্মতি দেয়। PGP শিক্ষার্থীরা এই ব্যবস্থাটি এতটাই পছন্দ করেছিল যে, তারা ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানায় যেন তাদের একক-আবাসন বিশিষ্ট ঘরে থাকার পরিবর্তে এই দু'জন করে থাকার ছাত্রাবাসটিতে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়। শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ নকশার (interior design) সুবাদে, সিভিল বা নির্মাণ কাজের জন্য কোনো অতিরিক্ত খরচ ছাড়াই (কেবল আসবাবপত্র ও সজ্জার খরচটুকু ছাড়া), ২০০৯ সালের মধ্যে আমরা গ্রীষ্মকালীন FDP/MDP কর্মসূচির জন্য ২১২ জন (২ × ১০৬) অংশগ্রহণকারীর অতিরিক্ত আবাসনের ব্যবস্থা করতে পারলাম। সেইসঙ্গে শিক্ষার্থীদের অনুরোধে PGP শিক্ষার্থীদের জন্যও 'এক্সিকিউটিভ' মানের আবাসনের সুযোগ তৈরি করে দিতে পারলাম। এই ঘরগুলিতে বসবাসের ধারণক্ষমতা দ্বিগুণ করার ফলে PGP শিক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত ১০৬টি শয্যার বন্দোবস্ত করা হলো। এর ফলে, OBC কোটায় PGP শিক্ষার্থীদের ভর্তির সংখ্যা বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নিয়মিত অবকাঠামো গড়ে ওঠার অনেক আগেই, আমরা অতিরিক্ত ৮৫ জন শিক্ষার্থীকে PGP কর্মসূচিতে ভর্তির সুযোগ করে দিতে পারলাম।”

“আমি আগে কখনো অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জার (interior design) সুপ্রভাব বা শক্তি বউঝে উঠতে পারিনি। এমনকি আমার জানা ছিল না যে, সীমাবদ্ধতা এবং পরিবেশগত প্রতিকূলতাগুলিও সুযোগে পরিণত করা যেতে পারে। এই উপলব্ধি আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে দ্রুত বৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করেছিল। এর উপর, যখন আমরা বিবাহিত শিক্ষার্থীদের হোস্টেলটিকে একটি আকর্ষণীয় অতিথি ভবনে রূপান্তরিত করলাম, তখন থেকে আমরা প্রতি বছর প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা সাশ্রয় করতে শুরু করলাম, যে অর্থ আগে অতিথি শিক্ষকদের হোটেল ও যাতায়াত বাবদ ব্যয় হতো। এক বছরের এই সাশ্রয় করা অর্থ দিয়েই আমরা ওই ভবনগুলো সুসজ্জিত করার খরচ প্রায় মিটিয়ে ফেলতে পেরেছিলাম। এছাড়া, এই নির্দিষ্ট কাজের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মিত অবকাঠামো বা সুযোগ-সুবিধা না থাকা সত্ত্বেও, এটি আমাদের বিভিন্ন ম্যানেজমেন্ট উন্নয়ন কর্মসূচি (Management Development Programmes - MDP) এবং অধ্যাপক-অধ্যাপিকা উন্নয়ন কর্মসূচির (Faculty Development Programmes - FDP) সফলভাবে পরিচালনা করতে সহায়তা করেছিল। মাত্র তিন বছরের মধ্যেই আমরা FDP কর্মসূচির ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানে পৌঁছাতে পেরেছিলাম। তবে শিক্ষার্থীদের হোস্টেলগুলোকে আকর্ষণীয় ‘এক্সিকিউটিভ হোস্টেল’-এ রূপান্তর করার ফলে আমরা আরও বাড়তি আর্থিক সুফল লাভ করেছিলাম। ৩ লক্ষ টাকা ফি-এর বিনিময়ে ৮৫ জন অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করার ফলে আমাদের আয় হয়েছিল ২৫০ লক্ষ টাকা (যা পরবর্তী বছরে বেড়ে ৫০০ লক্ষ টাকায় দাঁড়াবে বলে আশা করা যায়), অথচ এর পেছনে আমাদের অতিরিক্ত খরচ হয়েছিল মাত্র ১০০ লক্ষ টাকা। এর ফলে গ্রীষ্মকালে আমাদের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের পরিচালিত বিভিন্ন MDP, FDP এবং সম্মেলন আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত আবাসনের ব্যবস্থাও নিশ্চিত করা গিয়েছিল। আর সবকিছুর ঊর্ধ্বে, ওবিসি (OBC) কোটা অনুযায়ী আমাদের PGP কোর্সে যে পরিমাণ আসন বৃদ্ধি করা আবশ্যিক ছিল, আমরা দ্বিতীয় বছরের মধ্যেই তার চেয়েও ১০ শতাংশ বেশি আসন বৃদ্ধি করেছিলাম। আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভৌগোলিক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে, এই সাফল্য অর্জন করতে সাধারণত ৭ থেকে ৮ বছর সময় লেগে যেত,” ডঃ প্যাটেল বললেন।

প্রশ্নাবলি

Q1. IMP-এর বৃদ্ধির হার কত? শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা কীভাবে বাড়ানো হয়েছিল? এই বৃদ্ধি কি ইচ্ছামতো করা যায়?

Q2. কৌশল প্রণয়ন এবং কৌশল বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য বুঝিয়ে বলুন। এক্ষেত্রে কী কোনো সুচিন্তিত কৌশল নেওয়া হয়েছিল?

Q3. পরিবর্তন ম্যানেজমেন্টের জন্য কী কী কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছিল?

Q4. শিক্ষার্থীদের ভর্তির সংখ্যা বাড়ার ফলে আইএমপি (IMP) কী কী সুবিধা পেয়েছিল? এর মধ্যে ঠিক কতটা সুফল উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা কিংবা অভ্যন্তরীণ নকশার (interior design) পাল্টানোর জন্য হয়েছিল? আপনি কি এই সুবিধাগুলির আর্থিক মূল্য আন্দাজ করতে পারবেন?

Q5. ডঃ প্যাটেলের ব্যবহার করা ম্যানেজারের কৌশলটি (managerial stick) উপাদানগুলি বিশদে বুঝিয়ে বলুন।

Q6. অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ঠিক কতটুকু পর্যন্ত এই একই পদ্ধতি বা দৃষ্টিভঙ্গি নিতে পারে?